ভোরের কাগজ

27 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তদন্ত কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রশ্ন

তদন্তের আগেই রায়!

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলা এবং পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতি তদন্তে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক এবং সদস্য সচিবকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তদন্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সচিব প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম এবং আহ্বায়ক অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তারা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার আগেই অনেকটা তদন্তের রায়ই দিয়ে দিয়েছেন।

এদের মতে তদন্ত কমিটির এই দুজন ইতিমধ্যেই উক্ত ঘটনা সম্পর্কে একপেশে মন্তব্য করেছেন যাতে তারা ঐ রাতে পুলিশের অভিযান ও ভূমিকাকে সমর্থন করেছেন। গত ২৪ জুলাই উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ ● শেষ পৃ ১১ কলাম ১

তদন্তের আগেই রায়!

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম হলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থাকে যথাযথ মনে করেন বলে জানিয়েছিলেন। তাছাড়া গতকাল পর্যন্তও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ প্রবেশ করেনি বলে বিবৃতি দিয়েছে।

চ্যানেল আইতে সাক্ষাৎকার দেওয়া তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থাকে এবং সেরাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকাকে সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটিতে ৬ জনই সাদা দলের প্রভাবশালী শিক্ষক বা শিক্ষিকা। তারাও শামসুন্নাহার হল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বর্তমান অবস্থান ও পুলিশের ভূমিকা সমর্থন করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

এ অবস্থায় তদন্ত কমিটির তদন্তের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে তদন্ত কমিটি গতকাল তাদের প্রথম সভায় মিলিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ জুলাই বিকাল ৩টায় তদন্ত কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা যায়।

তদন্ত কমিটিতে যারা রয়েছেন তারা হলেন, আহ্বায়ক উপউপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার; সদস্যবৃন্দ অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলাম, অধ্যাপক হাসিবুর রশীদ, নাসরিন আহমাদ, তাহমিনা আখতার। সদস্য সচিব প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।